রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১৪, ২০১৮

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং-৩১৫-আইন/২০১৮।—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৯৯, ধারা ২৯ এর দফা (ঘ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত সকল লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে , এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন);

(২) **"ওলিগপলি (Oligopoly)"** অর্থ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(৩) **"কমিশন"** অর্থ আইনের ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;

(৪) **"জোটবদ্ধতা (Combination)"** অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ (Acquisition) বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা বা অঙ্গীভূত বা একীভূত হওয়া (Merger);

(৫) **"টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা"** অর্থ আইনের ধারা ২(১৩) এ বর্ণিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা;

(৬) **"টেলিযোগাযোগ সেবা"** অর্থ আইনের ধারা (১৫) এ বর্ণিত টেলিযোগাযোগ সেবা;

(৭) **"তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা (significant market power)"** অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা পরিচালনাকারীর একক বা অন্য পরিচালনাকারীর সহিত যৌথ সক্ষমতা যাহার বলে তিনি তাহার অন্যান্য প্রতিযোগী বা গ্রাহকদের আচরণ আমলে নেয়া ব্যতিরেকে স্বীয় সুবিধা অনুসারে এমন আচরণ করিতে পারেন, যাহা অন্য প্রতিযোগী বা গ্রাহকের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতে সক্ষম;

(৮) **"পরিচালনাকারী (Operator)"** অর্থ আইনের ধারা ২(১৯) এ বর্ণিত পরিচালনাকারী;

(৯) **"ব্যক্তি"** অর্থ আইনের ধারা ২ (২৪) এ বর্ণিত ব্যক্তি;

(১০) **"মনোপলি (Monopoly)"** অর্থ মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা;

(১১) **"টেলিযোগাযোগ বাজার (Telecom Market)"** অর্থ একই শ্রেণিভুক্ত টেলিযোগাযোগ সেবা ও পণ্যের বাজার ব্যবস্থা যেখানে আইনের অধীন অনুমোদিত পরিচালনাকারীদের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহণকারীদের কার্যক্রম সুবিন্যস্ত থাকে;

(১২) **"তাৎপর্যপূর্ণ বাজার বিরোধী আচরণ"** অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা পরিচালনাকারীর একক বা অন্য পরিচালনাকারীর সহিত যৌথ আচরণ যাহা, অন্য প্রতিযোগী বা গ্রাহকের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতে সক্ষম;

(১৩) **"ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion)"** অর্থ সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করিয়া বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতা।

৩। **তাৎপর্যপূর্ণ বাজার বিরোধী আচরণ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।**—কোন পরিচালনাকারী টেলিযোগাযোগ বাজারে নিম্নবর্ণিত তাৎপর্যপূর্ণ বাজার বিরোধী কোন কার্য সম্পাদনে লিপ্ত হইবেন না, যথা :—

(ক) কোন পরিচালনাকারী কোন টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ বা জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত এমন কোন চুক্তিতে বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে (Collusion), প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আবদ্ধ হইতে পারিবে না যাহা তাৎপর্যপূর্ণ বাজারের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে বা বিস্তারের কারণ ঘটায় কিংবা বাজারে মনোপলি (Monopoly) অথবা ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে;

(খ) পরিচালনাকারীর পারস্পরিক চুক্তি, পরিচালনাকারী সমিতির সিদ্ধান্ত বা ঐক্যবদ্ধ আচরণ যাহা দ্বারা টেলিযোগাযোগ বাজারে প্রতিযোগিতা হ্রাস, নিবৃত্তি, সীমিত বা স্থবির হইতে পারে এবং বিশেষতঃ উক্ত চুক্তি, সিদ্ধান্ত, আচরণ দ্বারা—

(অ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য বা অন্যান্য বাণিজ্যিক শর্ত একতরফাভাবে নির্ধারণ করে,

(আ) উৎপাদন, বাজার, কারিগরি উন্নয়ন বা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করে,

(ই) বাজার বা সরবরাহের উৎসসমূহ একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে,

(ঈ) অপরাপর পক্ষের সহিত সমরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ শর্তাবলি আরোপ করিয়া উক্ত পক্ষকে প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত করে, অথবা

(উ) প্রকৃতিগতভাবে বা বাণিজ্যিক ব্যবহারগত দিক হইতে চুক্তিভুক্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপর পক্ষকে অতিরিক্ত শর্ত মানিতে বাধ্য করে;

(গ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন চুক্তির মাধ্যমে বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্যের উৎপাদন, পরিবেশন, বিক্রয়, মূল্য বা লেনদেন অথবা কোন প্রকার সেবা সীমিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪। **তাৎপর্যপূর্ণ বাজার বিরোধী চুক্তি বা সিদ্ধান্ত অবৈধ।**—প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড বা অন্যবিধভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার বিরোধী হইতে পারে এইরূপ কোন বিষয়ে চুক্তি বা সিদ্ধান্ত শুরু হইতেই অকার্যকর ও ফলবিহীন (Void ab initio) বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে শর্তারোপণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—কোন পরিচালনাকারী কর্তৃক টেলিযোগাযোগ বাজারে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকালে এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাইবে না যে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারী অন্য কোন পরিচালনাকারী বা ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য কোনরূপ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৬। **কতিপয় কার্যের জন্য কমিশনের অনুমতি গ্রহণ।**—(১) কোন কার্য টেলিযোগাযোগ বাজারে প্রতিযোগিতা হ্রাসকারী বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে , উক্ত কার্য শুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারীকে কমিশনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, কমিশন প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, যদি উহা—

(ক) জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত হয়;

(খ) ভোক্তাদের সুনির্দিষ্ট কল্যাণার্থে অথবা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে হয় এবং অন্য পরিচালনাকারীর অনুমোদিত অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করে; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হয়।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত অনুমতি প্রদানের প্রাক্কালে অনুমতি গ্রহণকারীকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সম্বলিত ছকে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবার জন্য কমিশন নির্দেশ দিতে পারিবে।

৭। **তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণ।**—(১) কমিশন প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতা নির্ধারণকালে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি বিবেচনা করিতে পারিবে, যথা :—

(অ) কাঠামোগত দিক (structural issues), যথা :—

(ক) বাজার হিস্যার বিতরণ এবং পরিচালনাকারীর কেন্দ্রীয়করণের পর্যায় (concentration level);

(খ) টেলিযোগাযোগ বাজারে উল্লম্ব (vertical) অঙ্গীভূতকরণের (integration) পর্যায় (level);

(গ) বাজারে প্রবেশে বাধার মাত্রা;

(ঘ) বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক প্রবণতা; এবং

(ঙ) পণ্য বা সেবা পার্থক্যকরণ ও বিক্রয় প্রবর্ধনের মাত্রা।

(আ) আচরণগত দিক, যথা :—

(ক) সরবরাহ;

(খ) মূল্য নির্ধারণ; এবং

(গ) স্বাধীনতার মাত্রা।

(৩) কমিশন বাজার হিস্যা ও বাজার কেন্দ্রীকরণের পর্যায় নিরূপণকালে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) বাজারের সকল অংশীদারের মোট বিক্রিত এককের শতকরা হারে ব্যক্ত বিবেচ্য পরিচালনাকারীর বিক্রীত এককের হিস্যা;

(আ) বাজারের সকল অংশীদারের সম্ভাবনাময় মোট বিক্রিত এককের শতকরা হারে ব্যক্ত প্রাপ্তিসাধ্য (available) ক্ষমতা (capacity) ভিত্তিক হিস্যা; এবং

(ই) বাজারের সকল অংশীদার কর্তৃক সৃজিত (generated) রাজস্ব এর শতকরা হারে ব্যক্ত সমগ্র রাজস্ব বাজারের হিস্যা।

(৪) কমিশন উল্লম্ব অঙ্গীভূতকরণ পর্যায় (level of vertical integration) বিবেচনাকালে নিম্নোক্ত গুণনীয়কসমূহ (factor) বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) অন্তর্বর্তী বাজারের কাঠামো;

(আ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ যাহা পরিচালনাকারীর প্রক্রিয়াসমূহের অংশ;

(ই) দফা (আ) তে উল্লিখিত প্রক্রিয়াসমূহের আর্থিক বা কাঠামোগত পৃথকীকরণ যোগ্যতা;

(ঈ) পরিচালনাকারীর আর্থিক বা কর্পোরেট কাঠামোর ব্যাপ্তি যাহা উক্ত পরিচালনাকারীর প্রক্রিয়াসমূহকে বাজারের চাপ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম।

(৫) প্রবেশে বাধার দিক বিবেচনাকালে কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) অর্থনীতির পরিসর ও মাপকাঠি;

(আ) সীমিত সুবিধাসমূহে প্রবেশগম্যতা (access to bottleneck facilities);

(ই) নিয়ন্ত্রণে বাধাসমূহ (regulatory barriers);

(ঈ) অবিমিশ্র উৎপাদন ব্যয় বাধাসমূহ (absolute cost barriers); এবং

(উ) পদাধিকারী পরিচালনাকারী কর্তৃক প্রয়োগকৃত কৌশলগত বাধাসমূহ (strategic barriers deployed by the incumbent operator)।

(৬) পণ্য বা সেবা পার্থক্যকরণ ও বিক্রয় প্রবর্ধনের মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) বিভিন্ন পরিচালনাকারী প্রদত্ত সেবার গুণ ও ব্যবহারযোগ্যতা দিক হইতে গ্রাহক কর্তৃক ব্রান্ড সনাক্তকরণ;

(আ) বিজ্ঞাপন বা তথ্য ছড়াইয়া ভিন্নতর ধারণা কাজে লাগাইয়া গ্রাহক আনুগত্য আদায়করণ;

(ই) গ্রাহক মন্থনের পর্যায় (level of customer churning);

(ঈ) পরিচালনাকারী কর্তৃক অনুসৃত বিক্রয় প্রবর্ধনের প্রকারভেদ ও পর্যায়; এবং

(উ) পরিচালনাকারীর পণ্য বা সেবার ব্যাপারে গ্রাহকের সন্তুষ্টির পর্যায়।

(৭) সরবরাহের ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, পরিচালনাকারী কোন গ্রাহককে বৈধ কারণ ছাড়া পণ্য বা সেবা সরবরাহ অস্বীকার করিতে বা হ্রাস করিতে পারে কিনা।

(৮) সরবরাহ আচরণের দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণে কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) নব টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহ অস্বীকারকরণ;

(আ) আন্তঃসংযোগের জন্য অপরিহার্য টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহ অস্বীকারকরণ;

(ই) সরবরাহের পরিমাণ হ্রাসকরণ;

(ঈ) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক তথ্য সরবরাহ অস্বীকারকরণ;

(উ) দুর্লভ ভৌত সম্পদের অংশীদারিত্ব প্রদান অস্বীকারকরণ।

(৯) মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণগত দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ণয়ে কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(অ) মূল্য কাঠামো;

(আ) মূল্যের গতিবিধি;

(ই) মূল্য বৈষম্য;

(ঈ) মূল্যাধিক্য;

(উ) বাটাধিক্য; এবং

(ঊ) সমান্তরাল মূল্য নির্ধারণ।

(১০) তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণে কমিশন উপ-প্রবিধান (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮) ও (৯) এ উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনাকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(১১) খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের কোন সেবা প্রদানকারী নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি নির্ণায়কের ভিত্তিতে মোট বাজারের কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহা উক্ত বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হইবে। নির্ণায়কসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) গ্রাহক সংখ্যা;

(খ) অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব;

(গ) কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গসহ অন্যান্য সম্পদ।

ব্যাখ্যা—"খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার" বলিতে এমন বাজার বুঝাইবে যেখানে কমিশন কর্তৃক সেলুলার মোবাইল সেবার জন্য বরাদ্দকৃত স্পেক্ট্রাম ব্যবহার করিয়া সেবা প্রদানকারী ভয়েস, ডাটা, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং গ্রাহকদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজস্ব অর্জন করিয়া থাকে।

(১২) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বাজারের জন্য নির্ণায়ক নির্ধারণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণের শতকরা হার কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা ঘোষণা করিবে এবং উক্ত বাজারসমূহের জন্য প্রযোজ্য বাধা-নিষেধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি করিবে।

(১৩) তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে কমিশন, প্রয়োজনে, সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা এর সহিত আলোচনা করিতে পারিবে।

৮। **তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারীর প্রতি নির্দেশ।**—কমিশন দেশের টেলিযোগাযোগ বাজারে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী চিহ্নিত করিয়া তাহার করণীয় ও বর্জনীয় সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করিতে পারিবে।

৯। **তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারীর প্রতি নির্দেশ জারি প্রক্রিয়া।**—(১) কোন তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারীর কোন কার্যক্রমের ফলে দেশের টেলিযোগাযোগ বাজারে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইতে থাকিলে বা হ্রাস পাইবার আশংকা দেখা দিলে কমিশন উক্ত পরিচালনাকারীকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ করিবার জন্য অথবা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, বিশেষ কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) কোন পরিচালনাকারীর কোন কার্যক্রমের ফলাফল নির্ধারণের সময় কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখিবে, যথা :—

(ক) পরিচালনাকারীর কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কিরূপ ক্ষতি সাধিত হইতেছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যদি থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারীর অভিপ্রায় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) কোন পরিচালনাকারীকে উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে নির্দেশ প্রদানের পূর্বে প্রস্তাবিত নির্দেশ উল্লেখ করিয়া উহার উপর তাহার লিখিত বক্তব্য, যদি থাকে, প্রদানের জন্য কমিশন নোটিশ জারি করিবে এবং তাহার বক্তব্য দাখিলের জন্য ১৫ (পনের) দিন সময় প্রদান করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে জারীকৃত নির্দেশ বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে উহার প্রতিকারের জন্যও কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। **অভিযোগের তদন্ত।**—(১) কমিশন, স্বীয় উদ্যোগে বা কাহারও নালিশের প্রেক্ষিতে এই প্রবিধানমালার কোন বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে উপ-প্রবিধান (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য কমিশন উহার কোন কর্মকর্তাকে বা শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন গোয়েন্দা সংস্থাকে অভিযোগ তদন্ত করিয়া কমিশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কমিশন —

(ক) প্রবিধান ৯ এর অধীন লঙ্ঘনকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(খ) প্রবিধান ১১ তে বর্ণিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১১। **প্রশাসনিক জরিমানা।**—প্রবিধান ১০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, প্রবিধান ৩, ৪, ৫, ৬, (১), ৮, ৯ এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য লঙ্ঘনকারীকে আইনের ধারা ৬৩ বা, ক্ষেত্রমত, ৬৪ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১২। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) কোন পরিচালনাকারী কর্তৃক প্রবিধান ৮ বা ১০ (৩) (ক) এর অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালনে ব্যর্থতা বা প্রবিধান ১১ এর অধীন আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধ না করা এই প্রবিধানমালার অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত পরিচালনাকারী আইনের ধারা ৭৫ এর দফা (ক) তে নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অপরাধ তদন্ত, মামলা দায়ের, ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৭৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ জহুরুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd